দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 18 JAN 2008
পৃষ্ঠা কলাম

২০০৮ সালের প্রত্যাশিত শিক্ষাঙ্গন

কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে ২০০৭ সাল, শুরু হল আশার আলো জ্বেলে ২০০৮ সাল। শিক্ষাঙ্গন অতীতের ব্যর্থতা ভুলে গিয়ে এগিয়ে চলতে চায় সোনালীর ভবিষ্যতে। কিন্তু বাদসাধে নানা প্রতিকূলতা, অদৃশ্য শক্তি, অন্যায়-অত্যাচার আর ঘুণে ধরা সমাজ ব্যবস্থা। এরপরও লক্ষ্যে পৌঁছার দুর্বার আন্দোলন চলতে থাকে। এই আন্দোলনের অগ্রসৈনিক হিসেবে বরাবরই আত্মপ্রকাশ করে আমাদের গর্বিত শিক্ষাঙ্গন। ২০০৮ সালে আমাদের শিক্ষাঙ্গনের কাছে অনেক প্রত্যাশা। নতুন বছরে যাওয়ার আগে ফেলে আসা বছরের প্রাপ্তির হিসাব নিতে আমরা খানিকটা পেছনে ফিরে তাকাতে পারি, মূল্যায়নের আলোয় দেখতে পারি আমাদের অর্জন ও ব্যর্থতা এবং তা থেকে শিক্ষা নিতে প্যারি নতুন বছরের জন্য, নতুন সম্ভাবনার।

২০০৭ সালে ফিরে দেখা

বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এদেশের শিক্ষাঙ্গনে ছিল উত্তাল অবস্থা। মুখথুবড়ে পড়ার উপক্রম হয়েছিল শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকাঠামো। সরকার শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা করলেও শিক্ষা ব্যবস্থার ঘুণে ধরা রূপটা বারবার ধরা দেয় জনসমক্ষে। বছরের শুরুতে রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত বেশ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বন্ধ হয় ক্যাম্পাস রাজনীতি, নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভুয়া ভর্তি ধরা পড়ে, ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালিত হয়। এর আগে ১৯৮৯ সালের ৩১ মার্চ সর্বশেষ পালিত হয়েছিল। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভালো থাকায় বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার সবাই মিলে আনন্দঘন পরিবেশে এ দিবস পালন করতে সক্ষম হয়। বন্যা, ঘূর্ণিঝড় 'সিডর' এবং শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়ায় শিক্ষাঙ্গনের সদস্যরা। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের গুণগতমান আনয়নে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০০৭ প্রণয়ন করা হয়। বিতর্কিত মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষাকে দুর্নীতিমুক্ত এবং যুগোপযোগী করার জন্য ব্যবস্থা নেয়া হয়। এসব ইতিবাচক দিকগুলোকে ম্লান করে দেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপ্রীতিকর ঘটনা। যার ফলে ২০-২২ আগস্ট বিক্ষোভ সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে সকল শিক্ষাঙ্গনে। যার পরিণতি হয় খুবই ভয়াবহ। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া হয়। এখনো তার দায় থেকে মুক্তি পেতে পারিনি আমরা। এছাড়া পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস সংশোধনের নামে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে ইতিহাসের অপব্যাখ্যা দেয়া হয়।

২০০৮ সালের শুরুতেই ঢাবি'র শিক্ষকদের মুক্তির দাবী ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় শিক্ষাঙ্গন উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

২০০৮ সালে প্রত্যাশা

২০০৭ সালের ব্যর্থতা, অরাজকতা, অন্যায়-অত্যাচার, ছাত্র-শিক্ষক অপরাজনীতি, ভুয়া ভর্তির কলঙ্ক, সন্ত্রাস, দুর্নীতি ইত্যাদি পরিহারের মাধ্যমে এবং অতীতের ইতিবাচক দিকগুলোকে ভিত্তি ধরে পথ চলতে শুরু করতে হবে আমাদের। ভিত গড়তে হবে কিছু নতুন সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের। নতুন বছরে শিক্ষাঙ্গনের কাছে জাতির প্রত্যাশা অনেক।

১। সন্ত্রাস, নকল, আধিপত্য, অপরাজনীতি, দুর্নীতি, অনৈতিকতা এবং শিক্ষাকে বাণিজ্যকরণ মুক্ত করা সময়ের দাবী।

২। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় সমন্বয় সাধন।

৩। আন্তর্জাতিকমানের পাঠ্যক্রম প্রণয়ন এবং যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থাকে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

৪। তথ্যপ্রযুক্তি এবং বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞানকে অগ্রাধিকার প্রদান এবং সহজলভ্যকরণ।

৫। আমাদের বিভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা অর্থাৎ সাধারণ মাদ্রাসা, ইংলিশ মাধ্যম ইত্যাদির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। আমাদের বিভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা থাকার কারণে নানা সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

৬। উচ্চশিক্ষা অর্জনকে সহজলভ্যকরণ সময়ের দাবী।

৭। শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতা আনয়ন।

৮। শিক্ষক, ছাত্র, কর্মচারী সবার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। সকলকে অনৈতিকতা পরিহার করে নৈতিকতার চর্চা করতে হবে।

৯। পরীক্ষা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনয়ন।

১০। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস যাতে না হতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

১১। শিক্ষাঙ্গন হবে ন্যায় এবং নৈতিকতার পক্ষে।

১২। অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়াতে ছাত্র, শিক্ষক, প্রশাসনের একসাথে কাজ করতে হবে।

১৩। সর্বশেষ সকলকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

২০০৮ সালে শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ থাকবে নির্মল, শান্তিপূর্ণ, যুগোপযোগী, আধুনিক, সেশনজটমুক্ত, রাজনীতিমুক্ত এবং অনৈতিকতা বিরোধী– এটাই সকলের প্রত্যাশা। এই প্রত্যাশা পূরণ করবে নতুন বছরের শিক্ষাঙ্গন– এটাই সকলের কামনা এবং লালিত স্বপ্ন।

মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান